শামের মুসলমানদের মুক্তির

পথ ও পন্থা

হাকিমুল উম্মাহ শাইখ

আইমান আয যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ

শামের মুসলমানদের মুক্তির

পথ ও পন্থা

হাকিমুল উম্মাহ শাইখ

আইমান আয যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ

প্রকাশক

بسمِ الله والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله وآلِه وصحبِه ومن والاه

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর।

হে সারাবিশ্বে অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাইগণ!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ!

রিবাত ও জিহাদের ভূমি শামে অবস্থিত আমাদের ভাই ও আমাদের অধিবাসীদের আমার কিছু কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যখন আপনারা নুসাইরি, রাফেজি, রুশ ও মার্কিন মৈত্রীজোটের পক্ষ থেকে আপনাদের উপর প্রবলভাবে আপতিত রক্তাক্ত লড়াই, প্রজ্বলিত যুদ্ধ ও জ্বলন্ত মৃত্যুর মাঝে রয়েছেন। আমি তাঁদের বলবো যে, আমি চাই আপনারা আপনাদের একজন মুসলিম ভাইয়ের পক্ষ আমার এই সংক্ষিপ্ত কথাগুলো গ্রহণ করবেন। আপনাদের সাথে আমার এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব, কোন সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

আমার সম্মানিত ভাইয়েরা! নিশ্চই আপনারা যে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ও প্রচণ্ড দুর্যোগ অতিবাহিত করছেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের ও আমাদের উপর আবশ্যক হল আমরা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে দুয়ার মাধ্যমে আশ্রয় লাভ করবো, যেন তিনি আমাদেরকে এখান থেকে মুক্ত করে দেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

“আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর।

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন”। (সুরা আল ইমরান-১৪৬-১৪৮)

হয়তো আমাদের মাওলা নিজ দয়া ও করুণায় আমাদের দুয়া কবুল করে নিবেন। আমাদের উপর তাঁর সাহায্যকে পূর্ণ করবেন। যেমনটি আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।

যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কন্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে”। (সুরা আহযাব-৯-১০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন-

﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প, পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে দেশে; ভীত-সন্ত্রস্ত্র ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর"। (সুরা আনফাল-২৬)

আমার শামের মুসলমান ও মুজাহিদিন ভাইয়েরা! আমি আমাকে ও আপনাদেরকে দুটি বিষয়ের অসিয়ত করছি, যেগুলো বিইজনিল্লাহ আল্লাহর সাহায্যের ভূমিকা হবে। জেনে রাখুন! একটি হচ্ছে আমাদের (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর) আকিদাকে আঁকড়ে ধরা। অত্যান্ত মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা, যাতে কোন পিছুটান নেই। আপনারা শামে ইসলাম ও শরীয়তের শাসনকে শক্তি যোগাতে নেমে পড়ুন! শুধুমাত্র ইসলামকেই মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করুন! শরীয়তের হাকিমিয়তের (আইন প্রণয়নের ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার।) জন্যই লড়াই করুন!

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান! জুড়ে যান! একতাবদ্ধ হয়ে যান! একীভূত হয়ে যান! একে অপরকে সহযোগিতা করুন! এবং এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান! আর বিইজনিল্লাহ এই বিষয়গুলো-ই সফলতা ও আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার মূল ভিত্তি। সুতরাং আপনারা মতানৈক্যের উপকরণগুলোকে দাফন করে ফেলুন! এবং পুরোপুরিভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান! যাতে আপনারা আল্লাহর কথাকে বাস্তবায়ন করতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ইরশাদ করেছনে-

﴿ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

"তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে"। (সুরা আনফাল-৪৬)

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾

“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না”। (সুরা আল ইমরান-১০৩)

আপনারা সমর্থনের মুখোশধারীদের হাতে নিজেদেরকে খেলনায় পরিণত করবেন না! এরাই হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা আপনাদেরকে তাদের অথবা তাদের পরিচালকদের লালসা চরিতার্থের মাধ্যম বানানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু আপনারা একতাবদ্ধ হয়ে যান! ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদেরকে আপনাদের ধারণা অনুযায়ী-ই রিজিক প্রদান করবেন!

সর্বশেষ যে বিষয়টির প্রতি আমি আমাদের শামের ভাই ও অধিবাসীদের সতর্ক করতে চাই, তা হল, তাঁদের এ লড়াই হচ্ছে একটি প্রভাব সৃষ্টিকারী লড়াই। চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয়াবহ একটি লড়াই। এটি হচ্ছে আরব ও মুসলিম বিশ্বের কলবে সংগঠিত হওয়া একটি লড়াই। এটা হচ্ছে বাইতুল মাকদিসের উপকণ্ঠে হওয়া একটি লড়াই। সুতরাং তাঁরা যেন একটি দীর্ঘ ও তীব্র লড়াইয়ের অপেক্ষা-ই করে। মুজাহিদদের জন্য আবশ্যক হল, তাঁরা যেন সবরের মাধ্যমে নিজেদেরকে সজ্জিত করেন। ফলাফলের জন্য তাড়াহুড়া না করেন, এবং ভূখণ্ডকে যেন আঁকড়ে না ধরেন। তাঁদের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা যেন শত্রুকে নিঃশেষ করার জন্য হয়। আঘাতের পর আঘাত, হামলার পর হামলা, ধারাবাহিক যুদ্ধ ও প্রচণ্ড ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে শত্রুকে নিঃশেষ করে দিন!

আপনারা নিজেদেরকে এমন একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করুন, যা চলবে বছরের পর বছর, হয়তোবা দশকের পর দশক। এই কারণে আপনারা শাম ও ইসলামের অন্যান্য ভূখণ্ডে আপনাদের ভাইদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুখাপেক্ষী। আপনারা শামের বিষয়টিকে পুরো উম্মাহর বিষয়ে রুপান্তর করার মুখাপেক্ষী। যদি আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান, তাহলেই আপনারা বিজয় ও আনন্দে প্রবেশ করতে পারবেন। আপনারা আপনাদের উম্মাহর কলবে সে আশা ও কামনাকে পাবেন। বিইজনিল্লাহ যারা আপনাদের পাশে জমা হবেন। আপনাদের শক্তিশালী করবেন। আপনাদের সমর্থন করবেন। এবং আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন। সুতরাং আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন! এবং নিজেদের পারস্পারিক মুয়ামালাকে বিশুদ্ধ করে নিন!

হে আল্লাহ! আপনি শামের মুসলমানদের সাহায্য করুন! তাঁদের কথাকে এক করে দিন! তাঁদের অন্তরগুলোতে মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিন! তাঁদের কাতারগুলোকে এক করে দিন! আমাদের ও তাঁদের উপর আপনার সাহায্য, বিজয় ও মদদ নাজিল করুন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته